ঝিনাইদহে জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ) ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্তরের (১৯৭২-১৯৯১) সাবেক নেতৃবৃন্দের পুনর্মিলনী ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল থেকে দিনব্যাপী ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এই সভা ও স্মৃতি চারণ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও জাসদের স্থায়ী কমটির সদস্য মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান খুররম এর সঞ্চালনায় এই আলোচনা ও স্মৃতি চারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্মিলনী সভায় জেলা ছাত্রলীগ ও জাসদের সাবেক নেতা এপিপি এ্যাড.ইসমাইল হোসেন, এ্যাড.এ কে এম মনোয়ারুল হক লাল, এ্যাড. সাদাতুর রহমান হাদী, মনিরুজ্জামান জামান, মনিরুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলর মাহবুবুর রহমান শেখর, এ্যাড. আসাদুজ্জামান, চন্দন চক্রবর্তী, শামীম আখতার বাবু, মনিরুজ্জামান মানিক, শাহানুর আলম, শরাফত হোসেনসহ অন্যান্য সাবেক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জাসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাত্বিক নেতা সদ্য প্রয়াত সিরাজুল আলম খানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ছাত্রলীগের অতীত ঐতিহ্য ও বিভিন্ন আন্দলোন সংগ্রামে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখময় ও জয় পরাজয়ের স্মৃতি তুলে ধরে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন।

১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যে সকল নেতারা জেলা শাখার নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের পুরাতন স্মৃতি রমন্থন করেন। আলোচনা শেষে মধ্যাহ্ন ভোজ ও আড্ডার মধ্যদিয়ে দিবসের কর্মসূচী শেষ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

সারাদেশে বিদ্যুৎ এর ভয়াবহ লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ খাতে সীমাহীন দূর্নীতির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান কর্মসূচী ও মেহেরপুর বিদ্যুৎ অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।
কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ

বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলো আওয়ামীলীগের নেত্রী

স্কুলের ছাত্ররা রোদ্রে বাহিরে দাড়িয়ে থাকায় ক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলেন আওয়ামীলীগ নেত্রী সামসাদ রানু। তিনি সাবেক আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা সরকারি বহুমুখী পাইলট বালক বিদ্যালয়ে ঘটেছে। প্রধান শিক্ষককে অফিসে প্রবেশ করে জুতা পেটা করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এঘটনায় রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খাঁন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামসাদ রানু ওরফে রাঙা ভাবি। গত কয়েক দিনে তীব্র দাবদহে অতিষ্ঠ জনজিবন। প্রাথমিক স্কুল গুলো বন্ধ থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল স্কুল চলমান রয়েছে। সামসাদ রানুর ছেলে অর্ক সে ওই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বুধবার সকালে সামসাদ রানু তার ছেলের কাজের বিষয়ে স্কুলে আসেন। স্কুল সাড়ে সকাল ৯ টার বাজলেও কোন কক্ষ খোলা হয়নি। কিছুক্ষণ পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ করলে হঠাৎ চড়াও হয় সামসাদ রানু। ধাক্কা দিতে দিতে অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে প্রধান শিক্ষকে চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে একপর্যায়ে তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে মারতে থাকে। এতে প্রধান শিক্ষক শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়। ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষকেরা চড়াও হলে সামসাদ রানু ছটকে পড়ে। মুহুর্তে এঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

ভুক্তোভোগী প্রধান শিক্ষক রবিউর ইসলাম খান বলেন, বিদ্যালয়ের মধ্যেই সবার সামনে সামসাদ রানুর আমাকে লাঞ্চিত করেছেন। মারধর করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা নেয়া হচ্ছিল। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিল। সেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। এরমধ্যে সামশাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিল। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে আমি বিদ্যালয়ে আসতেই আমাকে কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যান। আমাকে কিলঘুষি মারতে থাকেন। তার পায়ের জুতা খুলেও মারধর করে।

আকস্মিক মারধরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমি বয়স্ক মানুষ। এমনিতেই শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছি। পরিক্ষার শেষে আমি বাড়ি চলে এসেছি। বিষয়টি মোবাইলে ইউএনওকে জানিয়েছি।

অভিযুক্ত সামসাদ রানু বলেন, বিদ্যালয়ের কক্ষ না খোলায় আমার ছেলে সহ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী সকাল ৯টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। তীব্র তাপদহে শিক্ষার্থীরা হাসফাস অবস্থা।

সোয়া ১০টার পর প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসলে আমি তার নিকট গিয়ে কক্ষের তালা খোলার কথা বলি। তিনি জানান, এই দায়িত্ব আমার না, সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস ও কর্মচারি সিদ্দীকের। তিনি আমাকে উলটো বলেন, সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা আপনাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আমি তার জবাবে বললাম আমি এখানে কোন নেত্রী হিসেবে না, আমি অভিভাবক হিসেবে এসেছি। এরপরই আমি তার জামার কথা চেপে ধরে টেনে নিয়ে “তালা খোল” কক্ষের তালা খুলাইছি। তখন শিক্ষার্থীরা স্কাসে বসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর বলেন, এই বিষয়টি লোক মারফতে জেনেছি। প্রধান শিক্ষকও আমার নিকট মোবাইল করেছিল। আমি তাকে আমার কার্যালয়ে আসতে বলেছি। কেউ যদি অন্যায় করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। তবে কাউকে মারধর করাটা এটা চরম অন্যায়। অভিযোগ প্রমানিত হলে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র তৃণমুল মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে আওয়ামীলীগ নেতা এম এ এস ইমনের উদ্যোগে গণ সংযোগ, বুকলেট ও প্রচারপত্র বিলি অব্যাহত রেখেছেন। গত তিন মাসে তৃণমুল পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রায় ৬০ হাজার বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বুকলেটে বর্তমান সরকার ও অতীতের বিএনপি সরকারের তুলনামুলক উন্নয়নচিত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছেন ও

নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

আওয়ামীলীগ নেতা এমএএস ইমন বলেন, ‘মানুষ সুখে থাকলে দুঃখের কথা ভুলে যায়। তাই উন্নয়নের কথা তাদের কাছে গিয়ে বলছি। দেশের উন্নয়নে ও জনগণের কল্যাণে আওয়ামীলীগ সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছি।’

‘আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতেও কাজ করছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা।

তিনি বলেন, এসব কাজের মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের জনসমর্থনও বাড়ছে। আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এই কথাটি সবার মাঝে তুলে ধরছি।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগের শক্তি। সারাদেশে গৃহহীনদের জন্য সরকার ঘর করে দেওয়ার যে উদ্যোগ হাতে নিয়েছে ও যে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তা তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় একইসঙ্গে বিধবা ও বয়স্কসহ যেসব ভাতা দেওয়া হয় সেগুলোও তুলে ধরছি।

গ্রামে-গঞ্জে সবার কাছে মাদকের কুফল তুলে ধরতে হবে। আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর খুনি, স্বাধীনতাবিরোধী, দুর্নীতিবাজ ও মাদক ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকারের আমলে আমাদের ‘গ্রামের রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সেগুলোও মানুষের মাঝে তুলে ধরছি।
তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের লক্ষ্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেছে বলেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল হয়েছে।’

এদিকে, এম এ এস ইমনের অনুপস্থিতেও তার বুকলেট ও তার পক্ষে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন, মাসুদ রানা, ফারুক হোসেন, সানারুল ইসলাম, ফাহিম, শিশির, সাজিদ, দেলোয়ারসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন
মজিবর রহমান

একটি বিষয় বাংলাদেশে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল শহুরে শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন মানুষজন এসব নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণ করলেন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে গ্রামের একটা চা স্টলে বসেছিলাম চা পানের জন্য। আমার সমবয়সী একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন- আমেরিকার ভিসাানীতি কী পারবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে? আমি নিজে যে জবাবটা জানি অথবা যে জবাবটা দিতাম সেটা না দিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলাম তোমার কী মনে হয়? তিনি কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন- পারবে। আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টে তার দিকে তালকালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলতে লাগলেন সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর বড় বড় নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন না করে তাদের কোন উপায় নেই। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম উপায় নেই মানে কী? জবাবে তিনি যা বললেন তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো। সে বললো- স্বার্থ। নিজেদের স্বার্থে সরকারি এবং বিরোধীদলগুলো একটা ভালো নির্বাচনের দিকে এগুবে। না হলো তো তাদের স্বপ্নের দেশের দরজা বন্ধ হযে যেতে পারে। ঘুষ-দূর্নীতি করে কামানো টাকার নিরাপত্তা ও সে টাকা দিয়ে ভোগ-বিলাস করবে কোথায়? তাছাড়া প্রয়োজনে পালানোর পথটাও তো পরিস্কার থাকা চাই। গ্রামের একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের এরকম বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হতে পারে হাজারো মানুষের চিন্তার প্রতিফলন এটা। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি আমরা কী এরকম রাজনীতি কিংবা রাজনীতিবিদ চেয়েছিলাম? যাদের ওপর জনগণ আস্থা রাখতে কিংবা বিশ^◌াস করতে পারছে না। অথচ এই সাধারণ মানুষই তো একদিন রাজনীতিবিদদের কথায়, তাঁদের ওপর আস্থা ও

পোড়াওয়ের রাজনীতি করতে পারবেন না। আর করলেই সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে ভিসানীতির খড়গ তাদের ওপর পড়তে পারে। সরকারিদলের নেতারা মনে করছেন এতে তারা সুবিধা পেতে পারেন। আবার বিরোধী শিবির বলছেন এটা সরকার ও সরকারিদলকে চাপে ফেলবে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা নেই। বিরোধীদের প্রতি কঠোর অবস্থান নেয়া মানে একটা অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। যা সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলেই নতুন ভিসানীতির মারপ্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।
তাদের এ ধরনের বক্তব্য জনগণকে আশাবাদী করে তুলছে নিশ্চয়ই? নতুন ভিসানীতির খড়গ যেন নিজেদের ওপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে উভয় পক্ষই নমনীয় আচরণ করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উভয় শিবির নিজেদের জন্য, নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার স্বার্থে ভিন্নভাবে হলেও একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছে অবাধ, সুষ্ঠ ও সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার জন্য হলেও জনগণের চাওয়া অনুযায়ী যদি একটা ভালো নির্বাচন হয়, যদি জনগণ তাদের নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পায় তাহলে সেটাই বা মন্দ কী?

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর শহর বড়বাজার জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক অ্যাড.নজরুল ইসলাম, জেলা যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন, যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজাদুল হক, সাবেক ছাত্রনেতা মিন্টু, ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় শহরের কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আয়োজনে শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ বলেন, সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইভিএম, ব্যালট বুঝিনা। অনতিবিলম্বে সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ববধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আমরা।

এসময় বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের বর্ধিত সভা

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন সহ বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ মেহেরপুর জেলার আহবায়ক মোঃ আরিফুল ইসলাম সোবানের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ মেহেরপুর জেলার সদস্য সচিব মোঃ বারিকুল ইসলাম লিজনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি জুম মিটিং এর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিন, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোবাশ্বের চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা ও সংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য মোঃ সোহেল মাহমুদ মৃধা,সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, মেহেরপুর শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জীবন আকবর, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক ওয়াসিম আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের সেই বিতর্কিত রুপাকে গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের বিতর্কিত নারী নিলুফার ইয়াসমীন রুপাকে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

গতকাল রবিবার (২৮ মে) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুন আহমেদ। এসময় বক্তব্য রাখেন আতাউর রহমান। মানববন্ধনে তারা ৫ দফা উল্লেখ করেন।

দফাগুলোর মধ্যে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিকে অসম্মান ও অবমাননা করে ব্যবহার। বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য ও আহবায়ক না হয়েও পদের অপ ব্যবহার নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে গার্ড অফ অনার গ্রহণ,বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে মেহেরপুর জেলার সম্মান হানি করছে, প্রতিবাদ করায় নেতাকর্মী ওসাংবাদিকদের নামে মামলা ও জীবন নাশের হুমকী প্রদান।

এর আগে রুপার বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে একটি মামলা দায়ের করেন সৈনিকলীগের সভাপতি তরুন আহমেদ।

এদিকে নিলুফার ইয়াসমীন রুপার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর শহরের সবচেয়ে আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কান্ডে চার্জশীট দিয়েছে পুলিশ।